১৯২৪ - নাচঘর (সাপ্তাহিক) - প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

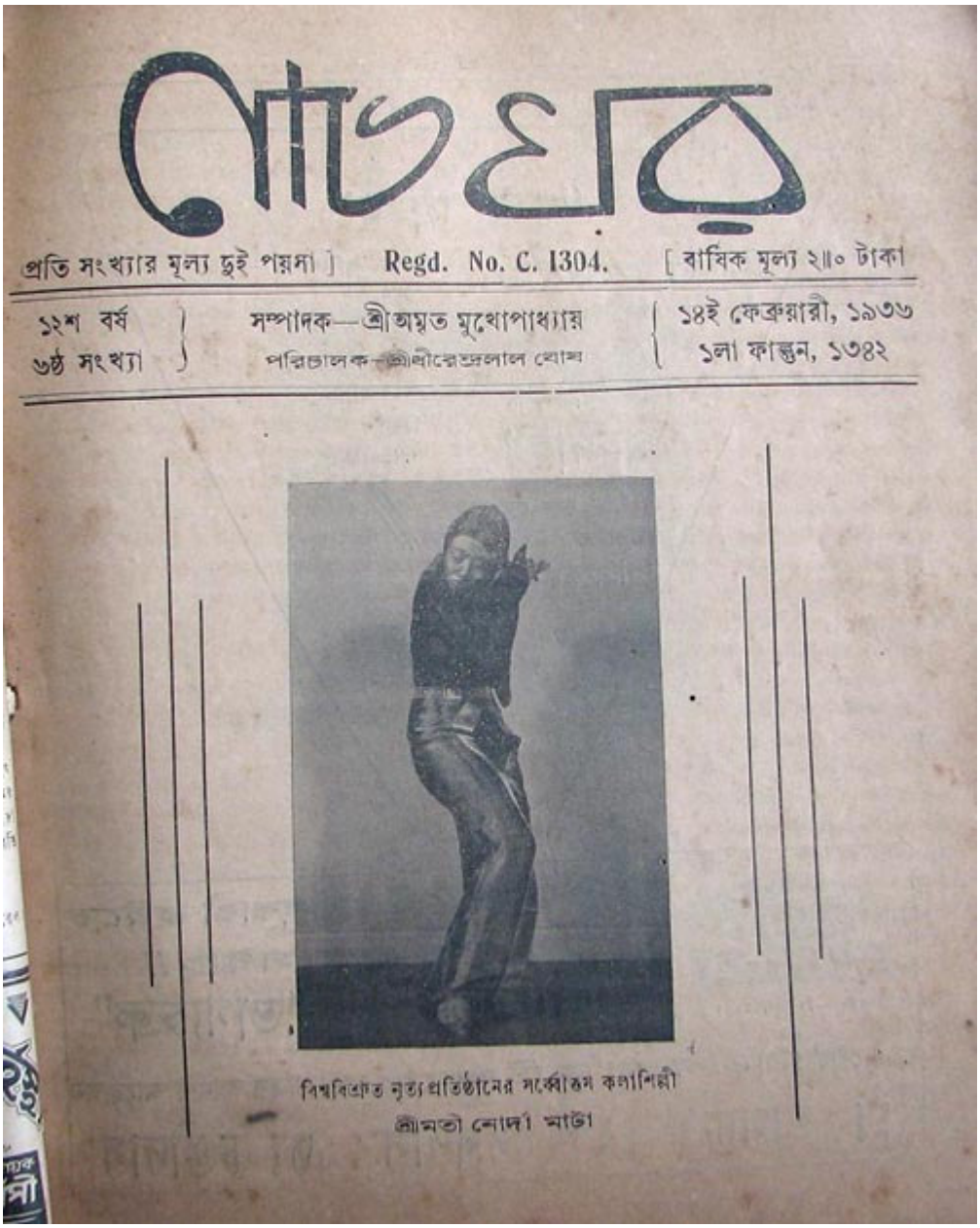

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা]　Regd. No. C. 1304.　[বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১২শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীঅমৃত মুখোপাধ্যায়
পরিচালক—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ঘোষ

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬
১লা ফাল্গুন, ১৩৪২

বিশ্ববিশ্রুত নৃত্যপ্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোত্তম কলাশিল্পী
শ্রীমতী সোদা স্নাটা

নাচঘর

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

স্বপনের রঙ্গমঞ্চে তুমি নট আমি নটী তব,
কত শত ভূমিকায় অভিনয় করি দুজনায়,
স্বরচিত গীতিনাট্যে গাঁথি মালা শুধু কল্পনায়।
সৃজনের মহানন্দে উদ্বেলিত হয় নিত্য নব
ছন্দসুরে চিত্রে নৃত্যে রূপরস ঘন অবাস্তব।
মোরা স্রষ্টা, মোরা দ্রষ্টা, কী বিচিত্র হর্ষ বেদনায়
মোদের জীবন গাথা রচি দোঁহে নানা ঘটনায়,
স্বপন-মালঞ্চে হেরি বসন্তের মঞ্জু পুষ্পোৎসব।

মোরা দুটি সরোবর, মাঝখানে দীর্ঘ ব্যবধান,
বিরহ-দহনে নিত্য বাষ্পীভূত হই পলে পল,
মহাশূন্যে মিশে যাই দুজনায় সূক্ষ্ম তনু ধরি।
সুনীল গগনে মোরা পুঞ্জ মেঘে হই ভাসমান,
সে অগাধ অন্তরীক্ষে বক্ষে বক্ষে বিনিময় চলে,
মিলনান্ত নাটিকাটি মেঘলোকে মূর্ত্তিমতী করি।

সাহিত্যে নাম গোপন

পাবলিসিটি বা প্রচার জিনিষটার চলন দিন দিন বেড়ে চোলেছে। ব্যবসায়ীরা এ দিকটায় নজর দিচ্ছে বেশী করে। প্রত্যেকে চায় লোককে জানাতে তাদের সামগ্রীর কথা। বিজ্ঞাপনের খরচ বেড়ে যাচ্ছে আগের চাইতে, তাছাড়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করবার জন্য দিন দিন নিত্য নতুন আবিষ্কার হ'চ্ছে। সিনেমার ত কথাই নেই, প্রচারের এমনি কৌশল যে ছবির বিষয় বস্তু দেখার ওপর লোকের যত না আগ্রহ তার চাইতে চেনা নাম গুলোর খোঁজ নেবার উৎসাহ বেশী। প্রচারকেরা ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে নাম গুলোর সঙ্গে লোকের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য, এর জন্য খরচও কম হোচ্ছে না। সবাই চায় এ যুগে নাম জাহির করতে, উপায় যাই হোক না কেন। প্রচারের কল্যাণে খ্যাতি, অখ্যাতি কারুর অজানা থাকবার যো নেই। আগের দিনে লোকেরা প্রচারের মূল্য বোধ হয় বোঝেনি, তাই নামের জন্য এতটা আগ্রহ দেখা যায় নি। এই ত গেল ব্যবসাদারের কথা, কিন্তু সাহিত্যেও এদিকটা কিছু কম নয়।

পুরোনো পত্রিকার পৃষ্ঠায় কত প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, যার লেখক আজও অজ্ঞাত রয়েগেছে। নাম গোপন রেখে প্রবন্ধ ছাপানর আগে একটা রীতি ছিল। তখন লেখকও পাওয়া যেত অনেক যারা নিছক আনন্দ পাবার জন্য সাহিত্য চর্চ্চা করেছেন, নাম প্রচারের জন্য নয়। তাই হয়ত তাঁদের আদেশ ছিল, নাম যেন না প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধ বেরুত কিন্তু নীচে নাম সই থাক্‌ত না।

আজ আর সে দিন নেই, নাম অপ্রকাশ রেখে প্রবন্ধ ছাপান আজ আর রীতি নেই। নাম গোপন করতে ইচ্ছা জানিয়ে লেখকও পাওয়া যায় না। সে দিন সব প্রবন্ধই যে বিনা নামে যেত তা ব'লছি না কিন্তু যে প্রবন্ধের লেখকের নাম ছাপা হোত না, তার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রবন্ধ পড়্‌তে স্বভাবতই একটা প্রবল ইচ্ছা হোত, আর যখন পরিচিত লেখকের রচনা পড়বার ইচ্ছা কমে আস্‌ত, তখন ঐ প্রবন্ধই বেশী ভাল লাগ্‌ত। পূর্ব্ব থেকে লেখক সম্বন্ধে কোন ধারণা যখন পাওয়া যায় না, লেখক যখন সম্পূর্ন অজ্ঞাত, তখন কৌতূহল হোত বুঝি কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক আড়ালে বসে কলম ধরেছেন, না হয় আশা হোত হয়ত কোন নূতন মৌলিক আলোচনা লেখা হোচ্ছে। প্রবন্ধের নীচে লেখকের নাম না থাকার জন্য মনে হোত না কোন ব্যক্তি বিশেষের মতবাদ প'ড়ছি।

আজকাল সাহিত্য পত্রিকায় এভাবে রচনা প্রকাশ করার রীতি যেতে ব'সেছে। এ যুগের সম্পাদকেরা লেখকের নাম গোপন রাখবার কোন বিশেষ অর্থ থাক্‌তে পারে ব'লে মনে করে না, কিন্তু যারা বিনা নামে লিখিতে চায়, এমন পাঠক যারা এ-ধরণের প্রবন্ধ প'ড়্‌তে ভাল বাসে তারা সে অভাব বোধ করছে বলেই মনে হয়। আত্ম গোপন ক'রে প্রবন্ধ লেখার যে একটা বিশেষ ধারা ছিল সেদিনের সাহিত্য পত্রিকায়, আজ তা হারাতে ব'সেছে।

হিন্দুস্থান রেকর্ড
গায়কের অবিকৃত কণ্ঠস্বর

একমাত্র হিন্দুস্থান মেসিনেই শুনিতে পাইবেন
*
মডেল্‌, ১১০ নং
রেক্সিন - ৭২॥০
টিক্‌ - - ৭০্
*
বিস্তারিত অন্যান্য মডেলের তালিকা চাহিয়া পাঠান।
*
হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল্‌ প্রডাক্টস্‌ এণ্ড ভ্যারাইটিজ্‌ সিণ্ডিকেট্‌ লিমিটেড্‌
৬।১, অক্রূর দত্ত লেন ঃঃ কলিকাতা।

নাম প্রকাশ হয়নি ব'লেই হয়ত সে প্রবন্ধে অনেক সত্যিকথা প্রকাশ হোয়ে পড়েছিল, কারণ নাম অপ্রকাশ থাক্‌লে হয়ত লেখক একটা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ্‌তে পার্‌ত। চিন্তায় একটা গভীরতা ছিল, সেই জন্য রচনার প্রতি অক্ষরে লেখকের গভীর অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যেত।

আজ তা হবার উপায় নেই। প্রচারের যুগে আজ আমরা বাস করি, আমাদের হাঁড়ির খবর সবাই জানে। কে কি মত পোষণ করে, চায় লোককে জানাতে, কে কি চিন্তা করে চায়না গোপন রাখতে, মত ও চিন্তার মূল্য যাই হোক্‌। নাম চাই, তা না হোলে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হবে কি করে, সেই উদ্দেশে কাগজের পাতায় প্রচার দরকার। নাম গোপন রাখ্‌লে চলেনা কারণ নামটাই আসল। কথায় বলে নাম ভাঙ্গিয়ে, ইত্যাদি। এটাও ঠিক ঐ ধরণের। তাই প্রবন্ধের সঙ্গে নামের চাপরাশ চাই।

কিন্তু অনামা লেখকের সুবিধে অনেক। ব্যক্তিগত বিষয়ে আমরা সকলেই গোপনপ্রিয়। ভাবপ্রবণ মুহূর্তে আমাদের অভিজ্ঞতা'র কথা অনেকেই ছাপার অক্ষরে লোকের কাছে প্রকাশ করতে রাজী নন। যা সবাই ভাল বলে, তেমন কিছুর বিষয়ে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে হোলে, শ্রুতি কটু হয়, অপবাদের ভয় থাকে। ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে পথে শোভাযাত্রা বার করতে হোলে অতিবড় সাহসী হোতে হয়।

কিন্তু এমন কয়েকটি প্রবন্ধ আছে যার লেখকের নাম না দিলে চলেনা, যেমন রাজনীতি, বিজ্ঞান। এখানে লেখকের পরিচয় প্রয়োজন, কারণ এই সব প্রবন্ধের বিচার ক'রতে হোলে, লেখকের কতখানি বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা আছে জানা দরকার, তা না হলে প্রবন্ধের গুরুত্ব নষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু ভ্রমন কাহিনী, বা কবিতার কথা ভিন্ন। আজও এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা প্রচারের ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন, কিন্তু সাহিত্য রসসৃষ্টি করবার ক্ষমতা এঁদের যথেষ্ট। নাম গোপন রেখে যদি এদের প্রবন্ধ পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছাপা হয়, তাহলে, হয়ত আবার সেদিন ফিরে আসবে, প্রবন্ধ পড়তে পড়তে মনে হবে, বুঝি লেখক নাম সই করতে ভুলে গেছলেন, কিন্তু মুগ্ধ পাঠক ক্ষণিকের জন্য তারও নাম ভুলে যাবে।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত।
সকল প্রকার জটিল ও সাধারণ রোগে আশ্চর্য্য ফলদায়ক
ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

ছায়া ও ছবি

বররুচি

অভিনয়কে সম্পূর্ণ ও প্রাণবন্ত ক'রে ... বাহিকতা বা নিরবচ্ছিন্নতা বা কন্‌টিনিউটী দরকার ... কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবে অভিনয় কর্‌তে হ... সম্ভাবনা থাকে। মঞ্চের অভিনেতার চেয়ে ... এই হিসাবে ঢের বেশী।

*

মঞ্চ অভিনেতার পক্ষে নাটকখানি ...

শ্রীমতী কাননবালা

সুযোগ থাকে যথেষ্ট ; কিন্তু সিনেমায় যিনি অভি... ভাসা-ভাসা ভাবে 'সিনারিয়ো' টুকু পড়েই ... ডিরেক্‌টার বা তাঁর সহযোগীদের নির্দ্দেশে অভি... সব কাজ করে যেতে হয়, যার অর্থ অভিনেতা ... পারেন না। অধিকন্তু দৃশ্যের চিত্রগ্রহণেরই কি ... হয়ত চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হ'ল শেষের দৃশ্য থেকে, মাঝের দুটো দৃশ্য, আর, প্রথম দিক্‌টা রইল ... কত খণ্ড খণ্ড চিত্র যে তোলা হয় তারও ইয়ত্তা ... খণ্ড চিত্র সংযুক্ত করে একটা প্রদর্শনোপযোগী ছবি ... অভিনেতার কোন হাত থাকে না ; তাঁর সম্পূর্ণ ... ও সম্পাদক যে কার্য্য সম্পাদনা গৃহে সম্পন্ন ... তাঁরা সিনে...

"নব্যবাঙ্গালী"

প্রবন্ধ

শ্রীঅহিভূষণ রায়

আমরা বিংশ শতাব্দির বাঙ্গালী যুবকসম্প্রদায়—অবতার কলিযুগের। ভারতের, বিশেষতঃ বাঙলার মজ্জাগত প্রাচীন কুসংস্কার দূর করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যখনই ভারতে কোন সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিপ্লব উপস্থিত হয় তখনই তদ্দূরীকরণার্থ একজন বা ততোধিক মহাত্মার আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়—ইহাই নাকি হিন্দুধর্ম্মের বক্তব্য। কেননা গীতায় আছে—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"॥

এই বিংশ শতাব্দীর যুগেও বাঙলার দুর্দ্দিনের অবসান হলনা। এখনও সমস্ত বঙ্গবাসী তাদের প্রাচ্য মোহ কাটিয়ে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য মোহে নির্ভর ক'রতে শিখলনা। তাই তাদের প্রকৃত পথ নিরূপণের নিমিত্তই আমাদের আবির্ভাব। এখনও যে তারা তাদের অন্ধ সংস্কার ও ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে পারলনা—ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এখনও তারা এই ব'লে গর্ব্ব অনুভব ক'রতে চায় যে—

'প্রথম প্রভাতে উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে,
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।

*　*　*

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন"—।

কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য সমাজ—তাদের এ নিরর্থক উক্তির আদৌ অনুমোদন করেন না। পাশ্চাত্য সুধী সমাজ তাই স্পষ্টই বলেন যে "Not to waste their (his) time over Indian religion or Mataphysics for there is nothing in them" স্যার হারী জনষ্টন্ ত আবার হিন্দু সভ্যতাকে "As a mixture of night-mare nonsense and time wasting rubbish fulfilling no useful purpose whatever" ব'লে কৌতুকজনক টিপ্পুনি কাটেন। মিঃ আর্চার তাঁর "India and the future" এ স্পষ্টই ত বলেছেন যে 'The mass of the the Indian—population and not the poorer classes alone is that they are not civilized"। ডাক্তার গাফের মতে হিন্দু উপনিষদ্ ত "The work of a rude age and of a deteriorated race and a barbarous unprogressive community." সেই কারণেই ত অনেক ভেবে চিন্তে আমরা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়েছি।

হাঃ—তবে যে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশীয় লোক প্রাচ্য দেশীয়ের প্রশংসা ক'রে এঁদের উক্তির প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা ত উপরোক্ত মহাত্মাদের মতে "স্বজাতিদ্রোহী"।

মিঃ থাক্ওয়েল ত তাঁর "Religion and Reality" নামক গ্রন্থে—"The masterpiece achievement of India's wonderful—Metaphysical and religious genius to which the West has yet to pay the full tribute which is its due"—এ কথা লিখে চরম নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়েছেন। প্রফেসর লোয়েস্ ডিকিন্সন্ ত আবার হিন্দু-সভ্যতা বিরোধী ঐ সব মহাত্মাদের অন্যায় প্রতিবাদ করে 'Indian-civilisation is so unique that the contrast is not so much between East and West as between Indian and the rest of the world" এই কথাই ব'লতে চেয়েছেন। স্যার জন্ উড্রুস্ ওমনি ডিকিসনের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন যে সত্যই —The fundamental principles of Indian-civilisation and every form of its culture 'were religious, intellectual, artistic and social" আর (হিন্দু) ম্যাক্সমূলার যে "শোপেন্-হাউয়ার্সের" উপানিষদ সম্বন্ধে উক্তি "In the whole-world there is no study so beautiful and so elevating as the "upanishad" It has been the solace of my life and will be the solace of my death"এর পুনারাবৃত্তি ক'রবেন এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?

কিন্তু ভয় নাই ডেভিড হেয়ার বা ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির ন্যায় হিন্দু-ভাবাপন্ন স্বজাতিদ্রোহী ব্যক্তির কথায় কেহই কর্ণপাত ক'রবে না। এঁরা যে সব উক্তি করে গেছেন সেগুলি আমাদের মতে "অত্যুক্তি" ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই আজ পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজ হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে বিরোধীপন্থী-দের অমৃতময় উক্তি সাদরে গ্রহণ ক'রে "প্রাচ্যভাবাপন্ন ব্যক্তিদের অন্ধ আঁখি" জ্ঞানরূপ সলাকাদ্বারা বিদ্ধ ক'রবার প্রয়াস পাচ্ছেন। আর আমরা এই বিংশ শতাব্দির নব্য যুবকবৃন্দ তাঁদের এই সাধু পরিকল্পনায় ইন্ধন যোগাচ্ছি।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এ সব meaningless উক্তি আমরা আর জানি না। আমরা এখন প্রত্যেককেই আমাদের "যা কিছু" সমস্তই এই রাজজাতির চরণতলে বিলিয়ে দিচ্ছি—দিয়ে ব'লচি—"তব চরণতলে হৃদয় আমার …"। আরও ব'লচি—আমরা ধরাতে এসেছি করিতে (এই) রাজার জাতির সেবা।"

আমাদের নব্য ভগ্নীগণও আর নিশ্চেষ্ট নন। তাঁরাও তাঁদের প্রকৃত স্বাধীন সত্তা উপলব্ধি ক'রে আমাদের পাশে এসে শুধু

দাঁড়িয়েছেন নয় আমাদের উপর "টেক্কা" মেরেও চলেছেন। তাই মনে হয় বাঙলার সুদিন তার সুদূরপরাহত নয়। আমাদের প্রগতিশীল ভগিনীবৃন্দ আর ধাপে ধাপে নয় লাফে লাফে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা দীর্ঘকাল এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু গণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ থেকে—

…বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদরিয়া উঠে জাগি—

পরিপূর্ণ বলে………" সেইভাবে বেরিয়েছেন।

তাঁদের এই সর্ব্বতোমুখী গতির বাধা জন্মাবে কে—কার এমন দুঃসাহসিকতা আছে?

তাঁরা আজ ঠিকই বুঝেছেন যে প্রকৃত স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে হলে, বিদেশজাত পণ্যদ্রব্যের আমদানি ক'রে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে কৃত্তিমতার আবরণে ঢাকতে হবে, গৃহস্থালীর কাজ অবজ্ঞা ক'রে গান, মজলিসি উপন্যাস পাঠে সময় অতিবাহিত ক'রতে হ'বে, Gown প'রে town হলে গিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা ছাড়তে হবে, অশীতিপর বৃদ্ধদের পর্য্যন্ত মাথা ঘুলিয়ে দেবার জন্য সাজ পোষাকের প্রতিযোগীতা ক'রে গজেন্দ্রগমনে বা হেলতে দুলতে চলবার কালে তীব্র কটাক্ষ হানতে হ'বে, স্বমতে courtship ক'রে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হবে, পুরুষদিগকে নিজেদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে পরিণত ক'রতে হবে, ইংরাজী বুলি ক'পচে uncultured বাঙালী সম্প্রদায়কে (যারা এখনও পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হয় নাই তাঁহাদিগকে) স্তম্ভিত ক'রতে হবে, এমনতর আরও কিছু পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতরকার না হোক্ বাহিরকার দৃষ্টান্ত সর্ব্বপ্রথমে অনুসরণ ক'রতে হবে।

তাই বলি—ওহে অশিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়!—এখনও জেগে ওঠ, এখনও তোমাদের অন্ধকুসংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা কর'। ক্ষুদ্র মেষ-শাবক হ'য়ে ব্যাঘ্রশাবকের নিকট গান্ধীর ন্যায় অন্যায় আব্দার বা দাবী প্রতিপন্ন করতে গিয়ে উপহাসাস্পদ হয়ো না। তাতে সমূহ বিপদ—সেটা ত এবার রীতিমতই স্মরণ আছে। ইহাই ত তোমাদের দুর্ব্বলতা—ইহাই ত তোমাদের সামাজিক বা রাষ্ট্রবিপ্লব।

অতএব এই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে—তোমাদের এই শারদীয়া পূজোৎসবে মনে প্রাণে দেবীর নিকট এই বর প্রার্থনা কর যাতে তোমরা পাশ্চাত্য-সভ্যতায়—রীতিমত দীক্ষিত্ হ'তে পারো। আর তাও যদি না পারো অন্ততঃ—আমাদের মত এই বিংশশতাব্দীর নরনারীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর—নচেৎ তোমাদের পতন অনিবার্য্য। আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রলে তোমরা ধন্য হবে, এই রাজজাতির "নেকনজরে" থেকে শীঘ্র শীঘ্র বড় বড় উপাধি ভূষণে ভূষিত হবে। এতে কি তোমাদের কম লাভ? তাই বলি—"ঘরের খেয়ে আর পরের মোষ তাড়িয়ো না"—এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের মত আলোকপ্রাপ্ত নব্যবাঙালীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর।

নাচঘরের নিয়ম

'নাচঘর' প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হয়; পরের সোমবারের মধ্যে কেউ কাগজ না পেলে অনুগ্রহ ক'রে আফিসে সংবাদ দেবেন।

'নাচঘর'-এর বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা প্রতি সংখ্যার দাম দু' পয়সা।

প্রবন্ধাদি

প্রবন্ধ গল্প,কবিতা,গান সমস্ত রচনাই সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি নকল রেখে পাঠানো দরকার। অমনোনীত রচনা ফেরৎ নিতে হলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকেট দিতে হবে। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। নাচ, গান, শিল্প, সাহিত্য সিনেমা থিয়েটার ও অন্যান্য সুকুমার শিল্প সম্বন্ধীয় সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয়। প্রয়োজন বিবেচনা করলে সম্পাদক সব লেখারই স্থান বিশেষ অদল বদল করতে পারেন।

'নাচঘর'-এর জন্য কোন লেখাই যেন 'নাচঘর'-এর পুরো দু'পাতার বেশী না হয়।

এজেণ্ট

ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে এজেণ্টদিগকে বিনা মাশুলে পার্শেল যোগে নাচঘর পাঠানো হয়।

এজেণ্টদিগকে প্রতি ৫ কপি পিছু মাসিক ১৲ হিসাবে জমা দিতে হয়, শতকরা ২৫ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে কিংবা পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে হিসাব মিটাতে হয়, অন্যথায় বাকী টাকার জন্য কাগজ ভিঃ পিঃ করা হয়, ভিঃ পিঃ ফেরৎ এলে জমা টাকা বাজেয়াপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে আর কাগজ পাঠানো হবেনা।

সপ্তাহে ২৪ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয়না।

অবিক্রিত কাগজ ফেরৎ দিতে হয়না, শুধু কাগজের কভার থেকে সংখ্যা নম্বর কেটে পাঠাতে হয়।

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন দাতারা যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে চান তার আগের বুধবার দিন বেলা ২টার মধ্যে তাঁদের বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক আফিসে পৌঁছে দেবেন।

পরিচালক

'নাচঘর'

১৬৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা